সত্যের প্রকাশ

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ)

রাতের অন্ধকারে নির্জনে বসে নিজের বিচার নিজে করবে। এরই নাম মোহাসেবা। নিয়মিত মোহাসেবা করতে পারলে এবং নিজের কৃতকর্ম সম্পর্কে অনুতপ্ত হলে ধীরে ধীরে জীবন শুধরে যাবে।

সূফী

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক একটি সংকলন

আষাঢ় ১৪২২, জুন ২০১৫, শাবান ১৪৩৬

** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ প্রণীত হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির (রহঃ) সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনকেন্দ্রিক কথোপকথন "সংলাপ সমগ্র" গ্রন্থটি পুনরায় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক সংকলন 'সূফী'-তে ধারাবাহিক ছাপা হচ্ছে। তাঁর (প্রফেসর হারুন-উর-রশিদ) সদয় অনুমতি নিয়েই আপনাদের সামনে আবার 'সংলাপ'গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। **

ঝড়ের আগে ঘরে ফিরে এসো

মতিন : হুজুর, খ্রিস্টধর্মে ঈশ্বরের কৃপা সম্পর্কে নিরাশ হওয়াটাকে ধর্মভ্রষ্ট হওয়ার মতো গর্হিত অপরাধ বলে গণ্য করা হয় এবং অপরাধের শাস্তি হচ্ছে 'ডামনেশন' বা নরক-যন্ত্রণা। আমাদের ধর্মেও কি তাই মনে করা হয়?

গুরু : হ্যাঁ, আমাদের ধর্মেও আল্লাহর রহমত সম্পর্কে নিরাশ হওয়াটাকে ইমান হারানো অর্থাৎ কাফের হওয়ার শামিল গণ্য করা হয়। এ সম্পর্কে কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছে– ওয়ালা তাইয়াসু মির রাওহিল্লাহ ইন্নাহু লা ইয়াইয়াসু, মির রাওহিল্লাহ ইল্লাল ক্বাউমুল কাফেরিন [সুরা ইউসুফ/৮৭] অর্থাৎ আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না, কারণ কাফেরগণ ছাড়া আর কেউই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।

মতিন : হুজুর, নিরাশ হওয়াকে এতো বড় পাপ বলা হচ্ছে কেন?

গুরু : কারণ, নৈরাশ্য হচ্ছে আল্লাহর অসীম ক্ষমতার অস্বীকার। ক্ষমা করার ক্ষমতাও আল্লাহর এমন একটি শক্তি যা সীমাহীন। নৈরাশ্য সে শক্তিকে অস্বীকার করে, সে জন্য সেটা এক ধরনের শিরক। আর কাফের মানুষ তখনই হয় যখন তার অপরাধটা হয় শিরক কিংবা শিরকের সমপর্যায়ের। আল্লাহর ক্ষমাসুন্দর রূপটির কোনো সীমা নেই– মানুষ অপরাধ করবে এটা তাঁর জানা আছে, কারণ মানুষকে তিনি ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। সুতরাং পিতা যেমন অসীম স্নেহে বিপথগামী পুত্রের প্রত্যাবর্তনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন আল্লাহও তেমনি প্রতিটি বান্দার কাছে চান ঘরে ফেরার আকুতি– চান অনুশোচনায় দগ্ধ প্রাণের এক ফোঁটা চোখের পানি। এই চোখের পানি মাটিতে পড়ার আগেই তিনি বান্দার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেন। সে জন্যই তিনি দয়ার সাগর। আর এ দয়ার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি তিনি দিচ্ছেন সুরা যুমারের ৫৩ নং আয়াতে– কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাজিনা আসরাফু আ'লা আনফুসিহিম লা তাক্বনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুজুনুবা জামিয়া ইন্নাহু হুয়াল গাফুরুর রাহিম অর্থাৎ বলুন– ওগো আমার বান্দারা তোমরা যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছো– তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ তোমাদের সব পাপ মাফ করে দেবেন– নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মতিন : অনুশোচনা বা ক্ষমা প্রার্থনাকে আল্লাহ এতো বড় করে দেখছেন কেন? তিনি মহান, ইচ্ছা করলে তিনি তো সবাইকে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

গুরু : হ্যাঁ, পারেন। কিন্তু তাহলে ঠনঠনে মাটির তৈরি এ পুতুল দিয়ে– তাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়ে, মঙ্গল-অমঙ্গল, সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-অসুন্দরের এ নাটক সাজানোর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তিনি কিছুই বিনা প্রয়োজনে সৃষ্টি করেননি (সুরা দুখান/৩৮ এবং সুরা হিজর/৮৫ নং আয়াত)।

মতিন : কিন্তু হুজুর, অনুশোচনার মধ্যে কী আছে, একে এমন বড় করে দেখা হচ্ছে কেন?

গুরু : এ বড় জটিল প্রশ্ন। তোমার জীবনের তিনটি কাল আছে– শৈশব, যৌবন এবং বার্ধক্য। প্রকৃতিরও তিনটি কাল আছে– অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। কালের বিভাজনের বিচারে মনুষ্যজীবন এবং প্রকৃতি কিন্তু একই। তুমি জীবনকে জীবনের চলমান বিন্দুর যে পর্যায়ে এসে দেখছো– তোমার নিজস্ব কালিক ধারণার বিচারে সেটাকেই তুমি বর্তমান বলছো। পেছনে তাকিয়ে যতোদূর দেখতে পাচ্ছো সেটাকে বলছো অতীত, আর সামনের দিকে তাকিয়ে যা দেখতে পাচ্ছো না তাকে বলছো ভবিষ্যৎ। সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় প্রত্যেকটি বর্তমানের একটা অতীত এবং একটা ভবিষ্যৎ আছে। প্রত্যেকটা অতীতেরও কিন্তু একটা অতীত আছে– একটা বর্তমান আছে, আছে একটা ভবিষ্যৎ। সংস্কৃত ব্যাকরণে দেখবে অতীতের অতীত বলে একটা কাল আছে। এই যে কালের বিভাজন এটা কিন্তু আমার বা প্রকৃতির অবস্থানগত বিচারপ্রসূত সিদ্ধান্ত– আমার নিজস্ব পরিবর্তনের আপেক্ষিকতায় দেখা একটা ভ্রমমাত্র। কাল কিন্তু একটাই আর তার নাম হচ্ছে বর্তমান। এই বর্তমানকেই আমি আমার নিজস্ব রূপান্তরের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখছি– ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকছি। আমি আমার গতির বিচারে কালকে দেখছি– পৃথিবী পৃথিবীর গতির বিচারে কালকে দেখছে। প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্রই নিজ নিজ অবস্থানের বিচারে কালকে দেখছে। কিন্তু মহাশূন্যে কালের রূপ কী? কাল কি সত্যি চলমান কিছু নাকি আমরা যারা চলছি তারা নিজেদের গতির বিচারে কালকে দেখছি? যাহোক, এগুলো খুব জটিল প্রশ্ন যার সহজ সমাধান নেই। আমি বলছিলাম অনুশোচনার কথা। দেখো প্রত্যেকটি মানুষই কিন্তু এই কালিক জীবন যাপন করে। দেখবে কেউ কেউ অতীতচারিতা ভালোবাসে। অতীতকে রোমন্থন করে পরম আদরে, পরম আলস্য-বিলাসে। কেউ আবার ভবিষ্যৎচারী-স্বপ্নস্রষ্টা এই মানুষগুলো আগামী দিনের স্বপ্ন দেখে। এদের কাছে অতীত, এমনকি বর্তমানও অর্থহীন। আবার একদল আছে যারা বর্তমানের সবটুকুই চেটেপুটে খেতে ভালোবাসে। এদের না আছে অতীত, না আছে ভবিষ্যৎ। এরা হচ্ছে সেই দল যারা বলে– খাও দাও ফুর্তি করো, এই তো জীবন। এর শেষে তো আর কিছু নেই। সুতরাং সময় থাকতে ভোগ করে নাও। মানুষের অনুশোচনার কথা বলতে গিয়ে এতো কথা বললাম। আসলে অনুশোচনা এই ভ্রমাত্মক কালিক বিভাজনের সীমারেখা মুছে দেয়। অশ্রুসজল ভক্তের সামনে অতীত হয়ে যায় বর্তমান– ভবিষ্যৎও এসে বর্তমানের হাত ধরে। ভক্ত বর্তমান মুহূর্তটিকে তার অতীত কর্মকাণ্ডের একটি সমাহার ভাবে আর অতীতটা মূর্ত হয়ে ওঠে বলেই সে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু এই অনুতাপের কোনো দাম নেই যদি না ভবিষ্যৎ কলকণ্ঠে বলে ওঠে– হে ভক্ত এ মুহূর্তটি অক্ষয় হোক– অনুশোচনার এ মুহূর্তটিই তোমার ভবিষ্যৎ হোক। অর্থাৎ অনুতপ্ত হৃদয় ঐ একটি মুহূর্তে ত্রিকালকে ধারণ করছে। আর এই হৃদয়টি যখন আল্লাহর কাছে নত হয় তখন সেই আল্লাহ– সেই চিরকালের বর্তমান– চলমান বর্তমানের মাঝে মিশে যায়। দুয়ের মিলন হয়– আর এরই মাঝে ভক্ত খুঁজে পায় চিত্তের প্রশান্তি যাকে আমরা রহমত বলি। আমার সময় যখন কেবল আমারই গতির আপেক্ষিকতায় আমারই নিয়মে চলে তখন উপলব্ধির এই ভ্রম 'মহাকালকে' স্পর্শ করতে পারে না। এই ব্যর্থতার নামই নরক– খ্রিস্টধর্মে যাকে ডামনেশন বলা হয়েছে। আমরা একেই দোজখ বলি। এই দোজখ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আমাদের কতোটা আগ্রহ আছে জানি না– আল্লাহ নিজে কিন্তু ব্যাকুল, পেরেশান। এরশাদ হচ্ছে– ওয়া আনিবু ইলা রাব্বিকুম ওয়া আসলিমু লাহু মিন ক্বাবলি আইয়াতিয়াকুমুল আজাবু সুম্মা লা তুনসারুন (সুরা যুমার/৫৪) অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো তোমাদের শাস্তি আসার আগে– এরপর তোমাদের আর সাহায্য করা হবে না। উৎকণ্ঠিত পিতা যেমন সন্তানের ঘরে ফেরার অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে থাকেন– এখানেও দেখো আল্লাহর কণ্ঠে কী দারুণ উৎকণ্ঠা। ফিরে এসো, ঝড় আসার আগে– উত্তাল বেগে ধেয়ে আসছে ঢেউ– বিপুল বেগে, রুদ্র উল্লাসে– অতএব ঝড় আসার আগে তোমরা সবাই ঘরে ফিরে এসো। ♣

অল্পকথা

শাহাদাত হোসেন

□ আত্মা হচ্ছে স্বয়ং, অনাদি-অনন্ত, সর্বময় এক মহাশক্তি। যার কোনো সীমা-পরিসীমা, পরিবর্তন বা ধ্বংস নেই। আর এর থেকেই ব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল বস্তুর আবির্ভাব □ দেহ ছাড়া আত্মার কোনো অনুভূতি নেই। আর, সুস্থতাই দেহের সবচেয়ে বড় নেয়ামত □ জড়ের মধ্যে যখন প্রাণের সঞ্চার ঘটে তখন তাকে জীব বলে, জীবের মধ্যে যখন জ্ঞানের উদয় হয় তখন সে মানুষ হয়, আর যে মানুষের দ্বারা প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা পায় তখন সে পরম-ই হয়ে যায় □ এক হয়ে যাও, কারণ তুমি এক-ই ছিলে □ অসীমের (স্রষ্টা) নেশা যাকে একবার পেয়ে যায়, সসীমের (সৃষ্টি) সকল ভাব তার কাছ থেকে হারিয়ে যায় □ ভাব আর ভক্তির মিলনই মুক্তির লক্ষণ □ গুরুর কাজ হচ্ছে পথ দেখানো। কিন্তু প্রকৃত গুরু একমাত্র তিনিই– যিনি তাঁর শিষ্যকে গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দেন। যদি উপযুক্ত শিষ্য পান □ বর্তমানে যে যে অবস্থাতেই আছে, সেটা তার কর্মেরই ফল □ সাধারণ মানুষ জীবনের বেশির ভাগ সময়ই অচেতন ভাবে কাটায় □ এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেবলমাত্র সাহসী, সচেতন, পরিশ্রমী ও ধৈর্যশীল মানুষের জন্য □ 'চিন্তা' নয় 'ধ্যান'ই সন্ধান, প্রজ্ঞাই প্রাপ্তি □ নির্জনতাই দার্শনিকতার পরম বন্ধু □ আবেগ হচ্ছে উত্তাল সমুদ্রে বৈঠাহীন এক নৌকা, যার গন্তব্য অনিশ্চিত...! আর বিবেক হচ্ছে সেই অনিশ্চয়তা থেকে নৌকাকে গন্তব্যে ফিরিয়ে আনার একমাত্র হাতিয়ার □ চোখ খুলে যা দেখা যায় তার পুরোটাই ধোঁকা বা মায়া, বরং সত্য তো এটাই– যা চোখ বন্ধ করলে দেখা যায় □ ইন্দ্রিয়ের তাড়না হচ্ছে কালসাপের মতো, যে তাকে প্রশ্রয়ে নেয়– তাকেই সে দংশন করে □ অধ্যাত্মবাদে নারী/কামই একমাত্র শত্রু, এই শত্রুকে মিত্র করার নামই সাধনা □ মোহ হচ্ছে এক মায়ার ফাঁদ, যেমনিভাবে আটকা পড়ে একটি মাছ শিকারির টোপ দেয়া বড়শি গিলে ফেলে □ এ জগতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিজের কাছে নিজেই এক আশ্চর্য রহস্য, যে এ রহস্য ভেদ করতে পারে সেই সফল □ দৃশ্যমান দেহটি কিন্তু আমি নই, এটা আমার আশ্রয় □ হিংসা হচ্ছে এক অদৃশ্য আগুন। যে আগুনে অন্যকে পুড়াতে গেলে নিজেই পুড়ে মরতে হয় □ যখনই আত্মতৃপ্তিতে ভুগবে, তখনই জেনে নিও, এই অনুভূতিটাই সামনে তোমার জীবনে ঘটতে যাওয়া কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সতর্ক সংকেত □ ক্রোধ হলো মনের একপ্রকার নীরব আগ্নেয়াস্ত্র। যে অস্ত্রের ট্রিগারে চাপ দেয়া মানে নিজেরই সমস্ত দেহে ভয়ঙ্কর আগুনের বিস্ফোরণ ছড়িয়ে দেয়া। যার পরিণতি শুধুই ধ্বংসস্তূপ □ সত্য কখনই কারো স্বীকৃতি বা গ্রহণযোগ্যতার অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ থাকে না। সত্য চিরন্তন, সর্বজনীন। তার কোনো বিকৃতি নেই। সত্য ঘড়ির কাঁটার মতো আপন গতিতে চলমান। বাস্তবতার মুখোমুখি না হলে সত্যের উপলব্ধি অনুভূত হয় না □ হয়তো জীবনে বহুবার মনে পড়েছে যে, এ দেহ ছেড়ে দিতে হবে, কিন্তু একবারও ভেবে দেখেছি কি– কোথায় যাচ্ছি বা যাবো? □ ঘুম থেকে জেগে ওঠার মানে নিজেকে সংশোধন বা উপলব্ধি করার আরো একটি সুযোগ পাওয়া □ যতোক্ষণ পর্যন্ত অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত সব লোক দেখানোই সার, কাজের কাজ কিছুই হবে না □ আপন সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারলেই, পরম তথা বিশ্বসত্তাকে জানা যায়। কারণ, আপন সত্তার মাঝেই বিশ্বসত্তার জ্ঞান লুকিয়ে আছে।

একটি আবেদন

শ্রদ্ধেয় ভাইবোনেরা,

আপনারা অবগত আছেন, সৈয়দ রশীদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশন কয়েকটি প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে। আমরা বাবার বাণী সংবলিত বই প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করে আসছি। সর্বশেষ স্মারকগ্রন্থের পরে আরো দুটি বই 'কথামৃত সাগর' ও 'মহানবির জীবনের অলৌকিক কাহিনী' প্রকাশিত হয়েছে। আমরা বাবা হুজুর ও ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বাবার বাণী সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এছাড়া আয়েশা হোমিও চিকিৎসালয়, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য একটি স্কুল পরিচালনা করি। তদুপরি দরিদ্র নারীদের মাঝে সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ করি। এসব কার্যক্রমে আপনার অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যকীয় মনে করি। সুতরাং বিশেষ অনুরোধ, আপনার জাকাতের অর্থের একটা অংশ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দান করুন। দানের অর্থ নিম্ন ঠিকানায় দিতে পারেন।

ডা. হাবিবুর রহমান, আয়েশা হোমিও চিকিৎসালয়
(রসিদ ছাড়া কোনো অর্থ প্রদান করবেন না)
অথবা নিম্ন একাউন্টে সরাসরি জমা দিন
ডাচবাংলা ব্যাংক
সৈয়দ রশীদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশন
১০৩.১০১.১৫২১০

* আমাদের ফাউন্ডেশনের হিসাব প্রতি বছর অডিট করা হয় এবং অডিট রিপোর্ট বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হয়। *

নিবেদক
মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
সাধারণ সম্পাদক
সৈয়দ রশীদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশন

পরনিন্দা : একটি বাজে প্রবণতা

রহমতের মাস রমজান। এই মাস তাই সবার কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবাই চায় কীভাবে এ মাস থেকে বেশি বেশি ফায়দা হাসিল করা যায়। সবাই আন্তরিকভাবে কামনা করে নিজেকে সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে পবিত্র একটি জীবন শুরু করতে। কিন্তু শত চাওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় তা হয়ে ওঠে না। ওঠে না কেননা, রহমত লাভের পথ সে নিজেই হয়তো রুদ্ধ করে রেখেছে। হয়তো জানেও না কেন রুদ্ধ হয়ে গেলো।

মানুষ সাধারণত ভুল করে থাকে। ভুলের উর্ধ্বে নয় মানুষ। তবে এই ভুল করার মাধ্যম বিচিত্র। অনেক সময় মানুষ হয়তো জানেও না যে সে ভুল করছে। যেমন আমরা অনেক সময় হাসতে হাসতে অপরের প্রসঙ্গে কথা বলি, কুশল জিজ্ঞাসা করি। খারাপ কথা নয়, ভালো কথাই। কিন্তু বলতে বলতে দেখা যায় এমন এক প্রসঙ্গ চলে আসলো, যা নিয়ে কথা বলাটা গিবত বা পরনিন্দার পর্যায়ে দাঁড়িয়ে যায়। যা কিনা মারাত্মক একটি গুনাহের কাজ। এই গুনাহের চিন্তাটাও মাথায় আসে না, অথচ আমরা দিব্যি পরনিন্দা করে যাই। পরনিন্দার সূচনাটা হয়তো অন্যভাবে শুরু হয়েছে। সে জন্য এটাকে আর গিবত বলে মনেই হয়নি। এরকমটা যদি হয়েই থাকে তাহলে সে রহমত প্রাপ্তির পথে বাধার সৃষ্টি করবে।

পরনিন্দা খুবই বাজে একটি প্রবণতা। যারা সঙ্কীর্ণমনা, অপরের ভালো যাদের সহ্য হয় না, যারা হিংসুক কিংবা যারা অপরের মুখোমুখি হবার সাহস রাখে না– তারাই মূলত পরনিন্দুক হয়ে থাকে। ইসলামকে ভালোভাবে বা যথার্থভাবে চর্চা না করার কারণেই এসব মৌলিক মানবীয় দুর্বলতাগুলো মানুষের মাঝে বাসা বাঁধে। কেননা ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য চমৎকার একটি জীবন বিধান দিয়েছে। দিয়েছে একটি সুন্দর আচরণবিধিও। কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়– তার একটি ভারসাম্যমূলক নীতি ইসলাম দিয়ে দিয়েছে। তা যদি আমরা যথার্থভাবে অনুসরণ করি তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকে না। মানবীয় যে অসৎ গুণাবলির কথা বললাম, সেগুলো যদি আমরা চর্চা করি তাহলে আমাদের পুণ্যকর্মগুলোও কোনোরকম সার্থকতা খুঁজে পাবে না। রমজান মাসেও এসব প্রবণতা আমাদের রহমত অর্জনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

পরনিন্দা চর্চার এক পর্যায়ে মানুষ মিথ্যা কলঙ্ক বা অপবাদ রটাতে শুরু করে। এমন কোনো কথা নেই যে পৃথিবীতে সকল মানুষই সবাইকে পছন্দ করবে। একজন আরেকজনকে পছন্দ না-ও করতে পারে। ভালো না লাগা থেকেই তা হয়। অবশ্য ভালো না লাগার কারণ তো একটা থাকেই। তো কেউ যখন কাউকে পছন্দ না করে, তখন তার কোনো কিছুই ভালো লাগে না। এক কথায় তাকে চোখের সামনে না দেখলেই তার ভালো লাগে। কিন্তু এ ধরনের মানুষ যখন চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায় তখন চলন বাঁকা বলে মনে হয়। এটা এক ধরনের মানসিক সমস্যা। এই সমস্যা থেকেই ছিদ্রান্বেষী চিন্তার উদ্ভব ঘটে। ছিদ্র অন্বেষণ করে কিছু পাওয়া না গেলেই মিথ্যা অপবাদ রটানোর পালা শুরু হয়ে যায়। এর ফলে দেখা দেয় সন্দেহ প্রবণতা, অবিশ্বাস এবং আস্থাহীনতা।

ইমানের দুর্বলতা থেকেই নীচু মানের এসব আচরণ বা প্রবণতার সৃষ্টি হয়। সাধারণত যারা নিজেদের বা অন্যদের মান-সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখে না, তারাই এসব দুর্বলতায় ভোগে। প্রকৃত ইমানদার মানুষ এগুলো চর্চা করবে না। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপারটি হলো, দুর্বল চিত্তের এসব ব্যক্তি তাদের ভুল স্বীকার করে না কখনই। যার ফলে তাদের মনের বা চিন্তার এই ত্রুটিগুলো থেকেই যায় এবং আল্লাহর সমূহ রহমত থেকে তারা বঞ্চিত হয়। এসব প্রবণতা দূর করার জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের পরামর্শ হলো– প্রথমেই এই অসৎ গুণাবলির কুফল সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। নিজের ভেতরে যে তার অস্তিত্ব রয়েছে তা মেনে নিতে হবে। আর অবাঞ্ছিত বদ অভ্যাসের মূলোৎপাটন করার মধ্যে সফলতার যে আনন্দানুভূতি রয়েছে, মানসিক প্রশান্তির যে সূক্ষ্ম উপাদান ও প্রফুল্লতা রয়েছে, তা দিয়েই কু-প্ররোচনা বা কু-মন্ত্রণা প্রদানকারী অনুভূতিগুলোর ওপর বিজয় লাভ করা যাবে। পবিত্র কুরআনে অপবাদ রটানোর বাস্তবতাকে ছোট্ট অথচ খুবই তীক্ষ্ণ একটি আয়াত দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। আয়াতটির বঙ্গানুবাদ দাঁড়াবে এ রকম : 'তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? কিন্তু এটা তোমরা ঘৃণা করবে।' গিবত করাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মতো জঘন্য অপরাধ বলে উল্লেখ করেছেন। এটা নৈতিকতার সীমা লঙ্ঘনকারী একটি অপকর্ম। ইসলাম সবসময়ই এ ধরনের অপরাধকে নিন্দনীয় বলে গণ্য করেছে। না কেবল গণ্য করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং প্রতিটি মুসলমানের জন্য মিথ্যা অপবাদের দায়ে আক্রান্ত ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে বলেছে। নাহজুল ফাসাহায় বলা হয়েছে 'তোমার উপস্থিতিতে যদি কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটানো হয় তাহলে তুমি অপবাদগ্রস্ত লোকটির সাহায্যকারী হও এবং অপবাদ রটনাকারীকে ঘৃণা করো, আর ঐ দলটিকে পরিত্যাগ করো।'

বিশেষ করে রমজান মাসে কারো বিরুদ্ধে অপবাদ রটানো বা কারো গিবত করা আত্মবিধ্বংসী একটি মারাত্মক অপরাধ হিসেবে গণ্য। অপবাদ রটানো একটা শয়তানি প্রবণতা। শয়তান যেহেতু এ মাসে দুর্বল হয়ে পড়ে সেহেতু এ মাসে গিবত করার মানে হলো ঐ গিবতকারী শয়তানের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। নবী করিম (সা.) তাই বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রমজান মাসে কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাবে, সে তার রোজার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে কোনো পুরস্কার পাবে না।' অপর একটি হাদিসে বলা হয়েছে 'মুসলমান হলো ঐ ব্যক্তি যার হাত এবং মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ।' আল্লাহ আমাদের কথা বলার সময় সংযত হবার সৌভাগ্য দান করুন। আমাদের বাহ্যিক হাত আর লেখার হাত দিয়ে অপরকে অপবাদদুষ্ট করা থেকে রক্ষা করুন।

সাধারণত সময় কাটানোর অবসর আড্ডাতেই এসব বাজে প্রবণতা বেশি চর্চা হয়। রমজান মাসে তাই অযথা আড্ডাবাজিতে যোগ না দেয়াই উত্তম। তবে হ্যাঁ, যদি সমবেত কোনো পুণ্যকাজের লক্ষ্যে একত্রিত হবার প্রসঙ্গ আসে, তাহলে ভিন্ন কথা। মোটকথা হলো, প্রথমত রমজান মাসে সময় অপচয় করা যাবে না। পরিকল্পিতভাবে সময়গুলোকে ইবাদতের জন্য সূচি বিন্যস্ত করতে হবে যাতে অলস সময়ের সুযোগে শয়তানি প্রবণতা চর্চার মওকা না মেলে। মনে রাখতে হবে পরনিন্দা হচ্ছে একটি আত্মিক ব্যাধি। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে। রহমতপূর্ণ রমজানে আমাদের যেন আল্লাহর নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হতে না হয়, সেদিকে খেয়াল রেখে অসৎ গুণাবলি চর্চা থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দিন। আমিন। ♣ সূত্র : **আইআরআইবি**

আত্মার উপলব্ধিতে স্রষ্টার উপলব্ধি

শেখ মুহাম্মদ সা'ঈদ আল-জামাল আর-রিফাই আস-সাজিলি

** শেখ মুহাম্মদ সা'ঈদ আল-জামাল আর-রিফাই আস-সাজিলি (জন্ম ১৯৩৫ - পবিত্র ভূমি জেরুসালেম) হযরত মুহম্মদ (সা.) এর বংশধর এবং বর্তমানে সাজিলিয়া সুফি তরিকার মুর্শিদ। জেরুসালেমস্থ সুফি কাউন্সিলের তিনি প্রধান এবং দীর্ঘদিন মসজিদ আল-আকসার প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী। তিনি বর্তমানে ফিলিস্তিনে বসবাস করেন এবং তার মুরিদদের জন্য আমেরিকায় ভ্রমণ ও অবস্থান করে থাকেন। **

❖ আমি আমার প্রভুর দিকে যাত্রা করলাম ❖

প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহরই, যিনি তাঁর জাতের নিগূঢ় রহস্যকে নাজিল করেছেন; যিনি তাঁর মহান শক্তির কুদরতে রুহকে দেহতে সন্নিবেশ করেছেন এবং যার মাধ্যমে তাঁরই বিশেষ নামসমূহের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

অতঃপর রুহকে নাফসানিয়াতের অন্ধকার পর্দার অন্তরালে তিনি আবরিত করেছেন। এই আবরণ বা পর্দার কারণে নফস বা সত্তা তার পরিপূর্ণতাকে ভুলে গিয়ে কামনা-বাসনার দিকে ঝুঁকে পড়ে। যার ফলে অবশেষে নফস তার আসল সত্তা ও তার সুউচ্চ অবস্থার স্মরণ করা থেকে গাফেল হয়ে পড়ে।

অতঃপর আল্লাহ তার বার্তাবাহকদের একই প্রতিবিম্বে প্রেরণ করেন, যাদের প্রত্যেকের ভেতরেই রয়েছে লুক্কায়িত প্রতিবিম্ব।

শরীরকে গঠন করা হয়েছে অন্ধকার পর্দার আবরণে, তার ভেতরেই আল্লাহ প্রজ্বলিত করার ব্যবস্থা রেখে দিয়েছেন তাঁরই রুহানি জগতের প্রদীপকে– যেন আত্মা পর্যবেক্ষণ করতে সফল হয় কীভাবে ও কতখানি সে তার প্রকৃত বাস্তবতা থেকে দূরে সরে গেছে। ফলে আত্মা বুঝতে সক্ষম হয় যে তার ভেতরেই রয়েছে পূর্ণত্ব এবং সুউচ্চ মর্যাদা অর্জনের সকল সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনা উপলব্ধির সাথে সাথে আত্মা যেন আবার সাধনা করতে সক্ষম হয় এবং এর সর্বোচ্চ সাধ্য দিয়ে প্রচেষ্টা সাধন করতে পারে– যিনি সবকিছুর উৎস, আল-মুবদি তাঁর কাছে অন্ধকার এবং উজ্জ্বল উভয় ধরনের পর্দা ও আবরণ অপসারণের জন্য প্রার্থনা করতে পারে।

এর ফলে সেই অসীম সত্তা যেন আত্মার নিকটবর্তী হতে পারেন এবং আত্মা যেন তাঁর দিকে অগ্রসর হতে পারে। এর ফলে তিনি আত্মাকে এমন আলিঙ্গনে আবৃত করেন যেন আত্মা তার নফসের স্বভাবজাত পুরনো অভ্যাস, প্রবণতাগুলো থেকে মুক্ত হতে থাকে।

আত্মা যখন একক অনাদি সত্তার নিকটবর্তী হয় তখন একত্বের অসীম উপস্থিতির (আনা হাদরাত আল আহাদিয়া) বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে আরম্ভ করে এবং দাসত্বের পূর্ণতা লাভের সাথে সাথে প্রভুত্বের যে হক তার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ বিলুপ্ত হতে আরম্ভ করে।

আল্লাহ তখন আত্মাকে কতিপয় বিশেষ নামে সম্বোধন করেন। যেমন তিনি বলেন, 'ও প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে আসো যে প্রভু তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তুমি তাঁর প্রতি।' (আল কুরআন ৮৯: ২৭-২৮)

এবং তিনি আত্মাকে তাঁর প্রকৃত বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন যেন সেই বান্দা তার প্রকৃত প্রতিনিধিত্বে (খিলাফত) উন্নীত হতে পারে। এভাবে সত্তা পূর্ণ কামালিয়াত এবং পূর্ণ জাগ্রত পরিচ্ছদে ভূষিত হয়।

আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক মানবকুলের সর্দার, আঁধারের প্রদীপ, সৃষ্টির সেরা হযরত মুহম্মদ মুস্তাফার ওপর এবং তাঁর পরিবার এবং সাথীদের ওপর যাঁরা তার মহান সাহচর্যে ধন্য এবং যে সান্নিধ্য তাদের মাকাম আল কুতুবিয়া অর্জন সম্ভব করেছে।

হে প্রিয়তম, জেনে রাখো যে– সত্যের পথে অগ্রসর হওয়ার একটি অর্থ হলো– নবীর আখলাক এবং ধর্মপরায়ণদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তাদের আখলাক বা চরিত্র অর্জন ও প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ এ ধরনের মানুষদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তুই হে ইবলিস, আমার প্রকৃত বান্দাদের ওপরে তোর কোনো শক্তি ও ক্ষমতা থাকবে না।' (আল কুরআন ১৫:৪২)

এই অর্জন তাদের জন্য প্রাপ্য– যাদের জন্য আল্লাহ পথ প্রদর্শন করে থাকেন। যারা পবিত্র পরিবারভুক্ত, যারা পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং যাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্যে কোনো কালিমা নেই।

তাদের এই দুনিয়ার কোনো মোহ নেই, নেই আখেরাতের কোনো আকাঙ্ক্ষা। তাদের অন্তর কেবলমাত্র তাদের মালিকের দিকেই রুজু এবং তাঁকে স্মরণ করা ছাড়া আর কিছুতেই তাদের শান্তি নেই। তাদের একমাত্র রুহানি খাদ্য হলো– সকাল ও রাতে তাঁর নাম স্মরণ করা।

পাখিরা যে রকম নিজের বাসা তৈরিতে ব্যাকুল ঠিক তেমনি তারা তাদের নফসের সূর্যাস্তের প্রত্যাশী কেননা তারা সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা এবং স্মরণের (জিকির) ভুবনে বিচরণশীল। যখন রাত নিঝুম হয় এবং অন্ধকার ঘনীভূত হয় এবং যখন প্রত্যেক প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের সাথে একাত্ম হয়, ঠিক তখন তারা একান্ত প্রেমাস্পদ আল্লাহর প্রতি প্রেম নিবেদনে দণ্ডায়মান হন। (চলবে)

"মান আরাফা নাফসাহু আরাফ রাব্বাহু" (আত্মার উপলব্ধিতে স্রষ্টার উপলব্ধি) গ্রন্থ হতে বাংলায় অনুবাদ করেছেন সাদিক মুহাম্মদ আলম

■ **প্রধান সম্পাদক :** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ, ■ **নির্বাহী সম্পাদক :** নিশাত বদরুল ■ **অঙ্গসজ্জা :** মেটাকেভ ডেভলপমেন্ট ■ সৈয়দ রশীদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে সৈয়দ জুনায়েদ কে দোজা কর্তৃক ৯৪, নিউ ইস্কাটন, বাংলামটর, রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং জিনিয়াস প্রিন্টার্স ৮/১ তেজকুনিপাড়া, ফার্মগেট, হলিক্রস কলেজ রোড, তেজগাঁও, ঢাকা ১২১৫ থেকে মুদ্রিত।